গাংনীর গাড়াবাড়ীয়াতে মেয়াদোত্তীর্ণ বিষে কৃষকের ফসল বিনষ্ট হওয়ার অভিযোগ

গাংনীর গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের মো সেলিম নামের এক কৃষকের মেয়াদোত্তীর্ণ বিষ প্রয়োগের কারনে লক্ষাধিক টাকার ফসল বিনষ্ট হওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের আব্দুস সালামের ছেলে কাবরান হোসেনের দোকান থেকে বিষ কিনেছেন। জমিতে দেওয়ার পর দেখেন বিষের মেয়াদ নেই তৎক্ষনাৎ দোকানদার কাবরান কে ফোন করতে তিনি মুঠো ফোনেই জানান ভালো জিনিস মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে ক্ষতি হবে না আর বিষের মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে আরো বেশি কাজ হয়।কোন সমস্যা হবে না দিয়ে দাও।

বিষ দেওয়ার কিছু দিনের মাথায় ভুক্তভোগী কৃষক সেলিম হোসেন দেখেন তার বিক্রয় উপযোগী বাধাকফি পচন লেগেছে এবং পোকায় খেয়ে ঝাঝরা করে দিয়েছে। দোকানদার কে এ বিষয়ে জানালে তিনি কোন প্রাকার গুরুত্ব না দিয়ে উল্টা হুমকি ধামকি প্রদর্শন করেন বলে জানাগেছে।

এ বিষয়ে কৃষক সেলিম জানান গত ধানের আবাদের সময় আমাকে খারাপ বিষ দিয়ে ৮২ শতক জমির ধান নষ্ট হয়েছে এক মন ধান ও আমি ঘরে তুলতে পারিনি। তখন আমাকে সবাই বল্লো যা হয়েছে হয়েছে কিছু করতে হবে না। সেবার আমি ক্ষমা করে দিলাম কিন্তু সেই একই কাজ আবার করেছে। এবার দুই জমি মিলিয়ে ২৭ কাঠা জমির বাধা কফি নষ্ট হয়ে গেছে। পোকায় খেয়েছে এবং পচে গিয়েছে।আমি যতগুলো বিষ দিয়েছে সব সিনজেনটা কম্পানির মেয়াদোত্তীর্ণ ও ভেজাল বিষ।বতলের যে বিষ গুলো দিয়েছে একটারও কোন উৎপাদনের তারিখ ও মেয়াদ উত্তীর্ণ তারিখ দেওয়া নেই।আমি মুর্খ মানুষ এতকিছু তো বুঝি না।এখন আমি জমি লিজ নিয়ে আবাদ করি, প্রতি বছর ৩০ হাজার টাকা লিজের টাকা দেওয়া লাগে।লোন করে আবাদ করেছি ভ্যান চালায় ভাত খায় এত ক্ষতি আমি কি করে সহ্য করবো।তাই আমি প্রশাসনের কাছে বিচার দাবি করছি। বর্তমানে আমি এই দুই আবাদ নষ্ট হওয়া তে একটা টাকাও ঘরে তুলতে পারিনি।উল্টো আমার ঋণের বোঝা মাথার উপরে।তাই

এবার আমি সহ্য না করতে পেরে ধলা পুলিশ ক্যাম্পে একটি অভিযোগ করেছিলাম তার পরি প্রেক্ষিতে গাড়াবাড়ীয়া ২নং ওয়ার্ডের মেম্বর

দর্শনা ছয়ঘরিয়া গ্রামের কৃষকের ফসল কর্তন; গ্রেফতার ৪

দর্শনা পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের ছয়ঘরিয়া গ্রামের মাঠে ১০ বিঘা ১৫ কাঠা জমির প্রায় ১৯ লাখ টাকার ফলের গাছ ও ফসল কর্তন করেছে দুবৃর্ত্তরা।

এছাড়া ২০/২৫ জন এ হামলা করে ৩টি শ্যালোমেশিন ভাংচুর ও বাড়ি ঘরে হামলা করে এবং ১০ বিঘা ১৫ কাঠা জমির ফসল কর্তনের অভিযোগ করেছে ভুক্তভোগী মাতয়ার রহমান। এসব ফসলের রয়েছে ৩বিঘা ফলন্ত পেঁপে গাছ, ৩বিঘা ফলন্ত পেঁয়ারা গাছ, ৩ বিঘা ভুট্টা ক্ষেত ও ১৫ কাঠা কলাই আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে দুবৃর্ত্তরা।

এসব ক্ষতি করার পরও দুবৃর্ত্তরা মতিয়ার রহমানের ৩টি শ্যালোমেশিন ভাংচুর ও বাড়িতে হামলা চালিয়েছে প্রতিপক্ষ। মতিয়ার রহমান জানান, প্রতিপক্ষের সাথে দীর্ঘদিন ধরে জমি নিয়ে মামলা চলছিলো। সে মামলায় বাড়াদী গ্রামের ওলি হোসেনের ছেলে মতিয়ার রহমান। তাদের পক্ষে রায় পেয়ে এসব ফসল বুনেছিলো। হঠাৎ গত রবিবার ভোরে ১০ বিঘা ১৫ কাঠা জমির ফসল ক্ষতিগ্রস্থ করে।

এ ঘটনায় দর্শনা থানায় মতিয়ার রহমান বাদী হয়ে গত ২৭/১১/২০২৩ ইং একটি মামলা করে। যার মালা নং জিআর-১৭/২০২৩। গতকাল সোমবার ঘটনায় দর্শনা থানা পুলিশ ঝাঁঝাঁডাঙ্গা গ্রামের মৃত আজিমুদ্দিনের ছেলে আমানুল্লাহ (৩৫) ও তার ছোট ভাই আব্দুল্লাহ (৩০) এবং ছয়ঘরিয়া গ্রামের মৃত বাহার আলীর ছেলে জান মোহাম্মদ ওরফে জানু (৬০) ও জান মোহাম্মদ এর ছেলে রকিবুল হক (৩১) কে গ্রেফতার করে। ঐ দিনেই কোট থেকে ৪ জনই জামিন নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে।

মতিয়ার রহমানের অভিযোগ জামিন পেয়ে পুণরায় গতকাল সোমবার বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে তার বাড়িতে হামলা করে। এতে দোলোয়ার হোসেন আহত হয়। দেলোয়ার হোসেনের মাথায় ৩টা ও নাকের উপর ১টি সেলাই হয়েছে। তবে জান মোহাম্মদ জানু ও তাদের লোকজন জানান, জমির মামলা এখনো নিস্পত্তি হয়নি। সে জোর করে ফসল, পেঁ◌ঁপে, কলাই ও পেঁয়ারা গাছ লাগিয়েছে। আমরা কোন ফসল কাটেনি।

জানাগেছে দর্শনা থানার পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের ছয়ঘরিয়া গ্রামের ওলি আহম্মেদের ছেলে মতিয়ার ছয়ঘরিয়া মাঠে তিন বিঘা ফলন্ত

পেয়ারা তিন বিঘা পেপে তিন বিঘা ভুট্রা মাশ কলাই ও ঝাল গত পরশু ভোরে একই ইউনিয়নের নাস্তিপুর গ্রামের পটলা গংসহ ২০/২৫ জন ধারালো অস্ত্র দিয়ে বাগানগুলো কেটে সাবাড় করে।বাগানের মালিক মতিয়ার খবর পেয়ে প্রানের ভয়ে যেতে না পেরে দর্শনা থানা পুলিশকে খবর দেয়।দর্শনা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে পালিয়ে যায় পটলা গং।

পরে মতিয়ার বাদি হয়ে থানায় এসে পটলাকে প্রধান আসামী করে ২০ জনের নামে থানায় মামলা করে।এ ঘটনায় মতিয়ার রহমান বাগান ও ফসল হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছে।

গাংনীর ধলা মাঠে কৃষকের ফসল কেটে তসরুপ

গাংনীর গাড়াবাড়ীয়া ধলা মাঠে কৃষকের ১ বিঘা ১৫ কাঠা জমির ফসল কেটে তসরুপাত করেছে দুর্বৃত্তরা।

শনিবার দিবাগত ধলা গাড়াবাড়ীয়া মাঠে এ ঘটনা ঘটেছে। জানা গেছে গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের বাসিন্দা সহিদুল ইসলামের ছেলে মফিজুল ইসলামের ১ বিঘা ১৫ কাঠা জমির বেগুন ও কপি কেটে তসরুপাত করেছে দুর্বৃত্তরা।

মফিজুল ইসলাম জানান, আমি বিভিন্ন যায়গা থেকে প্রশিক্ষন গ্রহন করে উদ্যোক্তা প্রথম কপি এবং বেগুন চাষ করি। এমন অবস্থায় আমার বিক্রয় উপযুক্ত ফসল কেটে তসরুপাত করেছে। আমি লোন নিয়ে আবাদ পরিচালনা করেছি দুইদিন আগে এই ফসলের দাম বলে গেছে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা আর আজ তা আর নাই।আমি একদমই শেষ হয়ে গেলাম।কিভাবে লোন পরিশোধ করবো আর কিভাবে সংসার পরিচালনা করবো ভেবে পাচ্ছি না।আমি আজগর,আজগরের ছেলে রাজীব গোভীপুর গ্রামের নজরুল ইসলাম, ধলা গ্রামের নাসিরের ছেলে হুদা মিয়া,গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের আইলহকের ছেলে চঞ্চল ইসলামের কঠিন শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। আমার পারিবারিক শত্রুতার জের ধরে আমার এত বড় ক্ষতি করেছে।

এ বিষয়ে স্থানীয় একই মাঠের কৃষক কুদ্দুস মিয়া জানান এই কপি এবং বেগুন কেনার জন্য দালালরা ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা দাম দিয়ে গেছে আর সেই ফসল তারা কেটে নষ্ট করে দিয়েছে। এত বড় ক্ষতি কিভাবে সয্য করবে, আমি তাদের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং আইনের আওতায় এনে কঠোর বিচার দাবি জানাচ্ছি।

এ বিষয়ে মফিজুলের জামাই শহিদুল জানান আমার ভাই আজগর জমির কাগজ জ্বাল করেছে এ নিয়ে কোর্টে দেওয়ানি এবং ফোজদারি মামলা চলমান আছে। সে বিদেশে থাকে কিন্তু তার ছেলে রাজীব, গোভীপুরের নজরুল ইসলাম, ধলার হুদা ও চঞ্চল সহ এরা কিছুদিন আগেও জসিতে যেয়ে হুমকি প্রদান করেন।এবং জমিতে চাষ করতে বাধা দেয়। কিন্তু আমরা মামলা করেছি কোর্ট থেকে রায় না হওয়া পর্যন্ত দখল ছাড়বো না। কিন্তু তার বিনিময়ে তারা এভাবে জমির ফসল কেটে তসরুপাত করেছে। এর সঠিক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

এঘটনা কে কেন্দ্র করে এলাকাবাসীর কৃষকের মুখে এখন হতাশার ছায়া। তারা শঙ্কায় আছে কখন না জানি তাদেরও ফসল কর্তন করে দেয়। তবে তারা জোর দাবি জানিয়েছে এ সমস্ত লোক কে আইনের আওতায় না আনলে আগামীতে এমন অনেক কৃষকের কপাল পুড়িয়ে দেবে।পথে বসিয়ে দিবে কৃষকদের।

স্থানীয় একই মাঠের কৃষক লাল্টু,মনিরুল,মিজারুল,সহিদুল, কুদ্দুস সহ অনেকেই এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে প্রত্যক্ষদর্শীদের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।